গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৩.৫৩.১২৭.১৭.৯৬ তারিখ: ২ বৈশাখ ১৪৩১
১৫ এপ্রিল ২০২৪

বিষয়: **৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর বিধান অনুসরণ এবং বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান।**

সূত্র: নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আধা-সরকারি পত্র নম্বর: ১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪০.০০৯.২৪.১৫৩, তারিখ: ০১.০২.২০২৪

নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সময়সূচি অনুসারে আগামী ০৮ মে ২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠেয় ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদের ১ম পর্যায়ে ১৫২টি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তীতে ৩টি পর্যায়ে (২১ মে ২০২৪ তারিখে ২য় পর্যায়ের, ২৯ মে ২০২৪ তারিখে ৩য় পর্যায়ের এবং ০৫ জুন ২০২৪ তারিখে ৪র্থ পর্যায়ে) অবশিষ্ট উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উল্লিখিত নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তথা সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, আধাস্বায়ত্তশাসিত অফিস/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্য হতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান হতেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা প্রয়োজন হবে। উল্লিখিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য হতে কারও কারও নির্বাচনে অন্যান্য দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন হতে পারে। সরকারি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের মধ্য হতে উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ ছাড়াও নির্বাচনে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করা হবে। নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হবে।

০২। উল্লেখ্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ এবং উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ অনুসারে সরকারের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলের একটি আবশ্যিক পালনীয় দায়িত্ব। এ ছাড়া উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩-এর বিধান অনুযায়ী নির্বাচনি সময়সূচি জারি হওয়ার পর হতে ফলাফল ঘোষণার পর ১৫ দিন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ব্যতীত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অন্যত্র বদলি করা যাবে না। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩নং আইন) অনুসারে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে তিনি তাঁর উক্তরূপ নিয়োগের পর নির্বাচনি দায়িত্ব হতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর চাকুরির অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে নির্বাচন কমিশনের অধীন প্রেষণে চাকুরিরত আছেন বলে গণ্য হবেন। প্রেষণে চাকুরীরত থাকাকালে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন এবং ক্ষেত্রমতে রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন এবং তিনি তাদের যাবতীয় আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন। প্রেষণে চাকুরীরত থাকাবালে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রাধান্য পাইবে। এমতাবস্থায় সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে রিটার্নিং অফিসারের যে কোন নির্দেশ জরুরিভিত্তিতে পালন করার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন।

০৩। নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ এবং উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ অনুসারে সরকারের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলের একটি আবশ্যিক পালনীয় দায়িত্ব।

০৪। এমতাবস্থায়,

(ক) উল্লিখিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে অর্পিত দায়িত্ব আইন ও বিধি অনুযায়ী পালনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(খ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের প্রতিও অনুরূপ নির্দেশনা জারি করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(গ) নির্বাচন পরিচালনার কাজ যাতে অব্যাহত গতিতে চলতে পারে এর নিশ্চয়তা বিধানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ তথা সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত অফিস/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহকে তাঁদের যে সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচনের কাজে জড়িত আছেন, নির্বাচনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদেরকে ছুটি প্রদান বা অন্যত্র বদলী করা অথবা নির্বাচনী দায়িত্ব ব্যাহত হতে পারে এমন কোন দায়িত্ব প্রদান হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৫। উপরোল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ জারিসহ আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/আধাস্বায়ত্বশাসিত/বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/শিক্ষক/ কর্মচারীকে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে সচেতন থেকে নির্বাচনি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৫-৪-২০২৪

মোঃ জিয়াউল হক
যুগ্মসচিব
ফোন: ০২৫৫১০০৮৯৬
ফ্যাক্স: ৯৫৭৩৫৩৩
ইমেইল:
gfa_branch@cabinet.gov.bd

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য
(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১) সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)
২) মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
৩) মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)
৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
৫) মহাপরিচালক, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
৬) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৭) মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
৮) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

৯) মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
১০) মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
১১) পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ (সংশ্লিষ্ট)
১২) উপমহাপুলিশ পরিদর্শক (সংশ্লিষ্ট)
১৩) জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট) ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১৪) পুলিশ সুপার, (সংশ্লিষ্ট)
১৫) আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট)
১৬) সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার (সংশ্লিষ্ট) ও রিটার্নিং অফিসার
১৭) জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, (সংশ্লিষ্ট)
১৮) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট)
১৯) উপজেলা নির্বাচন অফিসার (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২০) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৩.৫৩.১২৭.১৭.৯৬/১(৪)

তারিখ: ২ বৈশাখ ১৪৩১
১৫ এপ্রিল ২০২৪

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২) জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
৩) সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১৫-৪-২০২৪
মোঃ জিয়াউল হক
যুগ্মসচিব